

M: 9093770066/9332161046

অ্যাপোলো ফার্মেসী

কেমিস্ট এণ্ড ড্রাগিস্ট

প্রাঃ- জন হাজরা

মানুষ ও পশু-পক্ষীর
সকল প্রকার ঔষধ ন্যায্য
মূল্যে বিক্রয় করা হয়।

গলসী বাজার (মিড়িকপাড়া
মোড়), কালিতলা, পূর্ব
বর্ধমান (মঙ্গলবার বন্ধ)

সংবাদ-পাক্ষিক

সোজা কথা

SOJA KATHA

Regd. No.- WBBEN/2015-62804 (Govt. of India)

Postal Regd. No.- WB - BDN / 03 / 2015

শুভেচ্ছা সহ -



ভারতীয় জীবন বীমা নিগম
মেখ মহম্মদ জাহাঙ্গীর

আপনার এলাকার একমাত্র
এল.আই.সি. জেডস এম'র
ক্লাব মেম্বার এজেন্ট বীমা
সংক্রান্ত যে কোন সমস্যার
জন্য যোগাযোগ করুন।

সুন্দলপুর, গলসী, বর্ধমান

M.: 9732096740
6294263633

১১ বর্ষ ■ সংখ্যা-১৫ ■ ১৫ই আগস্ট, ২০২৫ ■ শুক্রবার ■ ২৯শে আশ্বিন, ১৪৩২ ■ সম্পাদকঃ পরিতোষ শীল ■ মূল্যঃ ২ টাকা

লড়াইয়ের নানা দিশা দেখিয়ে নজরে কন্যাশ্রীরা



নিজস্ব সংবাদদাতাঃ এরা কেউ দেবে রাজ্য। বর্ধমানের সংস্কৃতি ভারোত্তোলন, কেউ নাচে চ্যাম্পিয়ন। লোকমঞ্চে তাদের সংবর্ধনা কেউ আবার ক্রিকেটের মাঠে নজর জানানো হবে। আউশখামের সিলুট এমনিই কয়েক জনকে পুরস্কার এরপর ৩ পাতায়

পানাগড়ে “সাঁই মিলন উৎসব”



নিজস্ব সংবাদদাতাঃ সাঁই বাবার বৃহস্পতিবার পানাগর বাজারে অমর বাণী “সবকা মালিক এক” “সাঁই মিলন উৎসব” অনুষ্ঠিত এই বার্তাকে সামনে রেখে হলো। এদিনের অনুষ্ঠানের শুভ এস.আই.এস.সি.সি ফাউন্ডেশন সূচনা করেন কাঁকসার এসপি উদ্যোগে ও পানাগড়ের বিশিষ্ট সুমন কুমার জয়সওয়াল, পশ্চিম সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী সঞ্জয় বর্ধমান জেলার জেলা পরিষদের। ব্যানার্জি সহযোগিতায় এরপর ৪ পাতায়

গলসিতে ১২টি উন্নয়নমূলক প্রকল্পের শিলান্যাসে সাংসদ



নিজস্ব সংবাদদাতাঃ পূর্ব নেপাল ঘড়ই। রবিবার গলসি ১ বর্ধমানের গলসি ১ ও গলসি ২ ব্লকে একসঙ্গে মোট ১২টি উন্নয়নমূলক প্রকল্পের শিলান্যাস করলেন বর্ধমান-দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ কীর্তি আজাদ ও গলসির বিধায়ক এরপর ৪ পাতায়

অশ্বেষা হাজারার স্মৃতিতে ‘ভরসা’ কন্যাশ্রী কক্ষের উদ্বোধন বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সচেতনতা সভা বিদ্যালয়ে

নিজস্ব সংবাদদাতাঃ অশ্বেষা হাজারার স্মৃতিতে ‘ভরসা’ কন্যাশ্রী কক্ষের উদ্বোধন, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সচেতনতা সভা পূর্ব বর্ধমানের খণ্ডঘোষের সরঙ্গা উচ্চ বিদ্যালয়ে আজ অশ্বেষা হাজারার স্মৃতির উদ্দেশ্যে কন্যাশ্রী ক্লাবের শ্রেণিকক্ষ ‘ভরসা’-র উদ্বোধন ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে আলোচনা এরপর ৩ পাতায়



R. O. Number : 298 (30) / ICA / PUB / BDN (ADVT)
Date : 14.08.2025 Date of Print : 15/08/2025

সম্পাদকীয়

বুকের স্পন্দনে ১১ বছরে সোজা কথা

আবার ১৫ই আগস্ট। আবার স্বাধীনতার চেতনায় রাঙান অনুভূতি। আবার ফিরে দেখা ‘সোজা কথা’-পত্রিকার একটি বছর। ১০ বছর আগে এমন দিনেই তো পথ চলা শুরু করেছিলাম-দেশের স্বাধীনতাকে সম্মান দিয়ে, মানুষের ভালবাসাকে পাথেয় করে। সে পথ চলা সার্থক হয়েছে আমার অগণিত পাঠক পাঠিকা এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের ভালবাসায়, আশীর্বাদে, অনুপ্রেরণায়, সহযোগিতায়। পত্রিকা পরিচালনার পাশাপাশি নিজের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে ভুলে যাইনি। প্রতিবছর গোহুগ্ৰামে পত্রিকার দপ্তরে স্বাধীনতা দিবস পালন, রাখি বন্ধন দিবস পালন সহ বেশ কিছু অনুষ্ঠান করে স্থানীয় মানুষকে একত্রিত করে মিলনের বার্তা পৌঁছে দিয়েছি। গোহুগ্ৰামে ভগবতীপূজা উপলক্ষে যে মেলা হয় সেখানে নতুন প্রজন্মের জন্য সেলফি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। একই সাথে দেশের যারা মেরুদণ্ড সেই কৃষক সমাজের তিনজন প্রতিনিধির হাতে সোজা কথা পত্রিকার কৃষক সম্মাননা তুলে দেয়া হয়েছে। তারা আবেগে চোখের জলে জানিয়েছে এ সম্মান তারা আগে কখনও পায়নি। এই এলাকার ভূমিপুত্র এবং দেশের সেরা বিজ্ঞানী বিশ্বজিৎ মন্ডল, তাকেও সম্মানিত করা হয়েছে। একই মঞ্চ থেকে সাংবাদিকদেরও সম্মানিত করা হয়। সোজা কথা পত্রিকার দশম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সুভাষপল্লী সারদা আশ্রমের দুর্গেশানন্দজী মহারাজ। সোজা কথা পত্রিকার ডিজিটাল চ্যানেলও মানুষের ভালোবাসা পেয়ে ধন্য হয়েছে। স্বাধীনতা দিবসে আমাদের অঙ্গীকার মানুষের সাথে সুন্দর ব্যবহার, দেশের অখন্ডতা রক্ষায় যারা জীবন বাজি রেখে লড়ছেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা, সর্বোপরি এই সমাজকে সুন্দর রাখার অঙ্গীকার। জানিনা কতটা পারব। কিন্তু একটি পত্রিকার ১০ বছর পার করে ১১ বছরের পদার্পণের শুভ মুহূর্তে আমাদেরও কিছু দায়-দায়িত্ব থাকে। মা ভগবতীর আশীর্বাদে এবং সকল মানুষের ভালবাসা দিয়ে গড়া ‘সোজা কথা’ পত্রিকা সেই আদর্শ পালন করবে, মানুষের পাশে থাকবে, সামাজিক বন্ধনে একে অপরের সাথে সম্পর্কের সেতুবন্ধন এর সাথে হবে।

‘অটো ইমিউন ডিজিজ’ রোগের লক্ষণের সংতনতার বার্তা



নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রোগাগ্রস্থ হয়ে মৃত্যুর মুখ থেকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসে অভিজ্ঞতার কথা শেয়ার করলেন গুসকরার এক গৃহবধু। ‘অটো ইমিউন ডিজিজ’ রোগের লক্ষণের সচেতনতার বার্তা সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে বিশিষ্ট ডাক্তারবাবুর উপস্থিতিতে বিশেষ আলোচনা শিবিরের আয়োজন করা হলো আউসগ্রাম ১ ব্লকের গুসকরা দু’নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের নওদা এলাকায়। আউসগ্রাম এক পঞ্চায়েত সমিতি ও গুসকরা রামধনু ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে রবিবার নওদার রবীন্দ্রনাথ সমবায় বহুমুখী মহিলা সমবায় সমিতি ভবনে এই মহতী শিবিরটির আয়োজন করা হয়। জানা গেছে, গুসকরা শহরের গৃহবধু শ্রেয়শী চট্টোপাধ্যায় বছর তিনেক আগে রোগে আক্রান্ত হন। হাঁটুর ব্যথা, পেটের সমস্যা সহ একাধিক জটিল রোগ তাঁকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়। জেলা, রাজ্য সহ ভিন রাজ্যে একের পর এক চিকিৎসকের কাছে চিকিৎসা করিয়েও সুস্থতার আশা দেখতে পারেননি শ্রেয়সী। কার্যত বাঁচার আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন তিনি। অবশেষে শ্রেয়শীর স্বামীর পূর্ব পরিচিত কলকাতার এক বিশিষ্ট চিকিৎসক অর্ঘ্য চট্টোপাধ্যায়ের সান্নিধ্যে চিকিৎসা শুরু হয়। চিকিৎসা শুরুর পর তিনি অটো ইমিউন ডিজিজ রোগে আক্রান্তের কথা জানতে পারেন। কয়েক মাসের মধ্যেই স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসে শ্রেয়সী। তিনি জানিয়েছেন, অটো ইমিউন ডিজিজ রোগের লক্ষণ ও প্রতিকার বিষয়ে মহিলাদের অবগত করার লক্ষ্যেই এই ধরনের সামাজিক কর্মকাণ্ডের উদ্যোগ নিয়েছেন তিনি। ডাক্তারবাবুকে সঙ্গে নিয়ে গ্রামাঞ্চলের মানুষদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আলোচনা সভার আয়োজন করে আসছেন। ডক্টর অর্ঘ্য চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, যে কোন বয়সের মানুষে অটো ইমিউন ডিজিজ রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন। তবে ২৫ থেকে ৪০ বছর বয়সী মহিলাদের এই রোগের প্রবণতা বেশি। বিভিন্ন সরকারি চিকিৎসা কেন্দ্রেও এই রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থা রয়েছে।

কন্যাশ্রী এখন বিশ্বশ্রী-রায়না ২ ব্লক ও পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে আলমপুরে জাঁকজমক উদ্‌যাপন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ মহিলাদের উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হার বাড়তে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নের প্রকল্প ‘কন্যাশ্রী’ আজ বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। এই প্রকল্পকে কেন্দ্র করে প্রতি বছর রাজ্যজুড়ে পালিত হয় ‘কন্যাশ্রী দিবস’। পূর্ব বর্ধমান জেলার রায়না ২ ব্লক ও পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে বৃহস্পতিবার আলমপুর বিডিও অফিস চত্বরে পালিত হল কন্যাশ্রী দিবস। ব্লকের প্রতিটি বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের অংশগ্রহণে নাচ, গান, আবৃত্তি ও বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় মুখরিত হয়ে ওঠে অনুষ্ঠানস্থল। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত



ছিলেন রায়নার বিধায়ক শম্পা ধারা, রায়না ২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পার্বতী ধারা মালিক, সহ-সভাপতি গায়ত্রী কুন্ডু, বিডিও অনিশা যশ ও পূর্ত ও পরিবহন কর্মাধ্যক্ষ সৈয়দ কলিমুদ্দিন বাপ্পা। কন্যাশ্রী দিবস উপলক্ষে এই সম্মিলিত সাংস্কৃতিক ও সামাজিক উদ্যোগ ব্লকের সর্বস্তরে উৎসাহ ও সচেতনতার বার্তা ছড়িয়ে দিল।

স্টেট ব্যাংক ও ক্রেডিট ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে জন-ঋণ অ্যাকাউন্টের নবীকরণ

সঞ্জয় মণ্ডল, ভারত ঃ ভারতীয় স্টেট ব্যাংক এবং ক্রেডিট ফাউন্ডেশনের যৌথ উদ্যোগে বন্ধ হয়ে যাওয়া জন-ঋণ অ্যাকাউন্ট গুলি পুনরায় চালু করার উদ্যোগে প্রত্যেক পঞ্চায়েত স্তরে একটি করে অস্থায়ী শিবিরের আয়োজন করা হয়। পূর্ব বর্ধমানের ভারতের পালার গ্রাম সংলগ্ন একটি বিয়ে বাড়িতে অস্থায়ী শিবির করে বন্ধ হয়ে যাওয়া জন-ঋণ অ্যাকাউন্ট চালুর কাজ শুরু করা হয়। গ্রাহকদের ইকেওয়াইসির মাধ্যমে এই জন-ঋণ খাতা পুনঃপ্রায় চালু করা হবে বলে জানা যায়। বিভিন্ন সরকারি অনুদান পেতে এই জন-ঋণ খাতা চালু করা বাধ্যতামূলক। অন্যথায় কোনো সরকারি অনুদান গ্রাহকরা পাবে না এইরূপ সতর্কতা মূলক বার্তা দেওয়া হয় অস্থায়ী শিবিরের মাধ্যমে। এছাড়া



জীবনবিমার বিভিন্ন স্কিম সংক্রান্ত ব্যাপারেও তথ্য দেওয়া হয়। বেশ কিছু গ্রাহক এই অস্থায়ী শিবিরেই তাদের জন-ঋণ খাতা ইকেওয়াইসির মাধ্যমে নবীকরণ করে নেন। অবশিষ্ট গ্রাহকরা যারা এই অস্থায়ী শিবিরে ব্যাংক খাতা নবীকরণ করতে পারবেন না তারা স্থানীয় স্টেট ব্যাংক শাখায় গিয়ে ইকেওয়াইসি করে খাতা নবীকরণ করতে পারবেন। এছাড়াও সিএসপি পয়েন্ট ও

বিজনেস কন্সল্টেন্ট গুলো এই ব্যাপারে যথেষ্ট সহায়তা করবে বলে জানা যায়। এদিন উপস্থিত ছিলেন স্টেট ব্যাংকের জিএম, এজিএম, আরএম থেকে শুরু করে ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, কাস্টমার সার্ভিস পয়েন্টের প্রতিনিধিরা, বিজনেস কন্সল্টেন্ট এবং ভারতীয় স্টেট ব্যাংকের গ্রাহকরা। পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন ইউকো ব্যাংক, বন্ধন ব্যাংকের প্রতিনিধিরা।

পুজোর আগে কাজ হারালেন ৯০ জন অস্থায়ী কর্মীরা পুনর্বহালের দাবিতে সেচ দফতরের সামনে ধর্না

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ পুজোর আগে কাজ হারালেন সেচ দফতরের সাতটি ডিভিশনের ৯০ জন অস্থায়ী কর্মী। পুনর্বহালের দাবিতে সেচ দফতরের দুর্গাপুর ডিভিশনের অফিসের সামনে ধর্নায় বসে পড়লেন কাজ হারানো অস্থায়ী কর্মীরা। পুজোর আগে কাজ হারালেন সেচ দফতরের ৯০ জন অস্থায়ী কর্মী। প্রতিবাদে কাজ হারানো সেচ দফতরের ছ টি ডিভিশনের অস্থায়ী কর্মীরা দুর্গাপুরের সাধুডাঙ্গা সেচ দফতরের ডিভিশন অফিসে ধর্নায় বসলেন। দুর্গাপুর, গুসকরা, রনডিয়া, পানাগড়, রাজবাঁধ ও সাতকোনিয়া সেচ দফতরের এই ছটি ডিভিশনের অস্থায়ী কর্মীরা একযোগে কাজ হারালেন। এর ফলে সেচ দফতরের নিজস্ব টাউনশিপের নিরাপত্তারক্ষী থেকে শুরু করে, হাউস কিপিং, সহ আরো গুরুত্বপূর্ণ জরুরী বিভাগের কাজকর্ম বন্ধ হয়ে গেছে বলে দাবি আন্দোলন



কারীদের। অভিযোগ, কেউ ২৫ বছর, কেউ বা তারও বেশি সময় ধরে কাজ করছেন, আজ তাদের প্রমোশন হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু প্রমোশন হওয়া তো দূর অস্ত শেষে পুজোর আগে কাজ হারিয়ে বসে রইলেন তারা। সেচ মন্ত্রী মানস ভূইয়া থেকে শুরু করে সরকার, শাসক দলের সব নেতৃত্বের কাছে চাকরী ফিরে পেতে আবেদন নিবেদন করা হয়েছে, কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয়নি বলে অভিযোগ। কাজ হারানো এই ৯০ জন অস্থায়ী কর্মী এরা সবাই

তৃণমূলের কর্মী ইউনিয়নের সদস্য রয়েছেন। শাসক দলের ছত্রছায়ায় থেকে কিনা পুজোর আগে কাজ হারাতে হলো এদের? এই প্রশ্ন তুলছে বিরোধীরা। বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখা হচ্ছে, বাংলার তৃণমূল শাসনকালে কাউকে কাজ হারাতে হবে না, কারণ সরকারের মাথায় রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যদি এই আন্দোলনেও কাজ না হয় তাহলে প্রয়োজনে দফতরের আধিকারিকদের অফিস ঘেরাও করে রেখে দেওয়ার হুশিয়ারী দিয়েছেন আন্দোলনকারীরা।

শ্মশান যাওয়ার রাস্তা ও চুল্লিঘর নির্মাণের দাবিতে পঞ্চায়েত অফিসে স্মারকলিপি প্রদান ও বিক্ষোভ প্রদর্শন



সেখ মিলন, ভাতাড়ঃ বাম আমলে শ্মশান চুল্লি নির্মাণের কাজ শুরু হলেও দীর্ঘদিন ধরে তা অসমাপ্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। বৃষ্টির সময় মরদেহ দাহ করার কাজে নাজেহাল অবস্থা হতে হয় শবযাত্রীদের। একাধিকবার পঞ্চায়েত প্রধানকে জানিয়েও মিলে নি সুরাহা। অবশেষে চারটি আদিবাসী পাড়ার শতাধিক বাসিন্দারা জড়ো হয়ে পঞ্চায়েত অফিসে ডেপুটেশন প্রদানের পর বিক্ষোভ দেখালেন। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, পূর্ব বর্ধমানের ভাতার ব্লকের সাহেবগঞ্জ এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের সাহেবগঞ্জ খুটিডাঙ্গা,

হলদি ডাঙ্গা, নামাপাড়া, বাতানগোড় এই চারটি পাড়া আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকা। কয়েকশো আদিবাসী পরিবারের বসবাস এই এলাকায়। এলাকাবাসীদের দাবি, সাহেবগঞ্জ সংলগ্ন সড়ক পথ থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে মাঠের মধ্যে রয়েছে শ্মশান। শ্মশান যাতায়াতের জন্য রাস্তা নেই। আলপথই যাতায়াতের করতে হয়। বাম আমলে ওই শ্মশানে চুল্লি ঘর নির্মাণের কাজ শুরু হলেও জায়গা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে নির্মাণ কাজ কিছুটা হওয়ার পর বন্ধ হয়ে যায়। স্থানীয়দের দাবি, পরবর্তী

সময়ে জায়গার সংক্রান্ত বিষয় সমাধান হলেও নির্মাণ কাজ শুরু হয়নি। একাধিকবার সাহেবগঞ্জ এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানকে জানানো হলেও শ্মশান যাওয়ার রাস্তা ও শ্মশান চুল্লি ঘর নির্মাণ হয়নি। অবশেষে ক্ষিপ্ত হয়ে বুধবার সাহেবগঞ্জ এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে শতাধিক আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষজন জড়ো হয়। অবিলম্বে শ্মশান যাওয়ার রাস্তা ও শ্মশান চুল্লি ঘর নির্মাণের দাবিতে একটি স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। স্মারকলিপি প্রদানের পর পঞ্চায়েত অফিস চত্বরে বেশ কিছুক্ষণ বিক্ষোভ দেখায় আদিবাসী সম্প্রদায় মানুষজন। এ বিষয়ে সাহেবগঞ্জ এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রঞ্জিত মল্লিক জানিয়েছেন, শ্মশান যাতায়াতের রাস্তা ও চুল্লি ঘর নির্মাণ খুবই প্রয়োজন। আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান পথকল্পের মাধ্যমে যাতে সমস্যা মেটানো যায় তা আলোচনা করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১ম পাতার পর-

লড়াইয়ের নানা দিশা দেখিয়ে নজরে কন্যাশ্রীরা

বসন্তপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্রী বিস্তী মুর্মু বোলার হিসাবে নাম কেড়েছে। ২০২৩ সালে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা (অনূর্ধ্ব ১৫) ক্রিকেট দলে যোগ দেয় সে। ২০২৪ সালে মোহনবাগান, পরে বেঙ্গল প্রিমিয়াম লীগে (বিপিএল) টি-২০ তে হাওড়া অ্যাডামাস ওয়ারিয়াস ক্লাবের হয়ে খেলে বিস্তী। এ বছর ক্যালকাটা পুলিশ ক্লাবের হয়ে সিএবির ক্রিকেট লিগেও খেলেছে। বিস্তীর বাবা রবীন্দ্র মুর্মু প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। তিনি বলেন “ছোট থেকেই ফুটবলের দিকে ঝোঁক ছিল মেয়ের। কিন্তু বাদ সাধল করোনা



চৌধুরী একাধিক ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতায় সাফল্য এনেছে। জাতীয় ও রাজ্য জুরের একাধিক প্রতিযোগিতায় সোনা জিতেছে। অনূর্ধ্ব ১৭ ষষ্ঠ ইয়ুথ ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপে ৫৫ কেজি ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতায় সোনা

একটি আন্তর্জাতিক স্তরের প্রতিযোগিতাতেও প্রথম হয়। মঙ্গলকোটের ঋত্বিকা চৌধুরী উন্নতি আন্তর্জাতিক নৃত্য প্রতিযোগিতায় ২০২৩ সালে রবীন্দ্র নৃত্য তৃতীয় হয়। ওড়িশায় নৃত্য মহোৎসবে পুরস্কার পায়। অসমে একটি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতাতেও পুরস্কার জেতে। এ দিন সম্মানিত হবে তারাও।

রায়না ১ ব্লকের শ্রেয়সী সোম নানা স্কুলে আত্মরক্ষা প্রশিক্ষণের পথিকৃৎ। সর্বশিক্ষা মিশনের মাধ্যমে মেয়েদের ক্ষমতায়নের প্রচার করেন রাজ্য ও জাতীয় স্তরে ক্যারাটেতে একাধিক পুরস্কার পাওয়া এই মেয়ে। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে স্নাতকোত্তর করে এখন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বিদেশী ভাষায় সার্টিফিকেট কোর্স করছেন তিনি।

শুধু লেখাপড়া নয়, খেলাধুলো, শিল্পসত্ত্বাও যে জীবনে চলার পথে সম্মল হতে পারে, বোঝাচ্ছে এই মেয়েরা। পাঁচ কন্যার এই পথ চলা পূর্ব বর্ধমান জেলার তো বটেই, অন্যদেরও পাথেয় হবে বলে মনে করছেন প্রশাসনের আধিকারিকেরা।



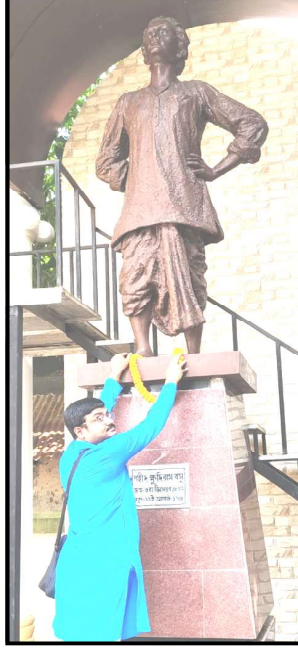
আর লকডাউন। লকডাউনে টেনিস বল নিয়ে বোলিং করতো। ওর মধ্যে সম্ভাবনা দেখে গুসকরা স্পোর্টিং ক্লাকে ক্রিকেট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ভর্তি করে দিই।” নিয়মিত প্রায় ২০ কিমি রাস্তা যাতায়াত করে গুসকরায় ক্রিকেটে প্রশিক্ষণ নিতে যেত বিস্তী। তবে এখন স্কুলের মাঠেই তার জন্য অনুশীলনের ব্যবস্থা করা হয়েছে, জানান শিক্ষক সামসুল আলম।

কাটোয়া শহরের অর্পিতা

জেতে সে। কাটোয়া বালিকা বিদ্যালয়ের একাদশ শ্রেণির ওই ছাত্রী বলে, “এত বড় সম্মান পাব, আমি ভাবতে পারিনি। খেলায় আরও উন্নতি করতে চাই।”

মেমারি ১ ব্লকের সমৃদ্ধি চৌধুরী ২০২২ সালে নেপালে অনুষ্ঠিত অনূর্ধ্ব ১২ আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় ৬৪ কেজির বিভাগে, সোনা জেতে। ছ’শো মিটার দৌড় প্রতিযোগিতাতেও সোনা জেতে। এ বছর মুম্বইয়ে

মেদিনীপুরের বীর সন্তানদের স্মরণে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার ক্ষুদ্র প্রয়াস



নিজস্ব সংবাদদাতাঃ ১১ আগস্ট শহীদ ক্ষুদিরাম বসুর ফাঁসির দিন এবং ২৯ জুলাই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রয়াণ দিবস। এই

দুই মহান বাঙালি সন্তানকে স্মরণ করতে মেদিনীপুর শহরে বর্ধমান সদর প্যায়ারা নিউট্রিশন ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে আয়োজিত হল এক অনুপ্রাশন অনুষ্ঠান। প্রথমেই ক্ষুদিরাম বসুর জন্মভিটাতে এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মভিটাতে ওনাদের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয়, এরপর মেদিনীপুর শহরে ২০ জন অপুষ্ট শিশুর অনুপ্রাশন পালন করা হয় ও তিনজন গর্ভবতী মা কে দণ্ডক নেওয়া হয়। সকলের হাতে একমাসের জন্য তুলে দেওয়া হয় সয়াবিন, ছাতু, ছোলা, গোটা মুগ, সুজি। বিশেষ অতিথি হিসাবে ছিলেন মেদিনীপুর কলেজের উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের প্রফেসর সুজয় চন্দ্র, পুষ্টিবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যক্ষ রঞ্জন গুছাইত এবং গোপ কলেজের পুষ্টিবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক নির্মল সিনহা

গলসির শিল্পায় বোমা উদ্ধারে চাঞ্চল্য



নিজস্ব সংবাদদাতাঃ পূর্ব বর্ধমানের গলসি শিল্পা এলাকায় পার্ক সংলগ্ন একটি বস্তা থেকে বোমা উদ্ধার ঘিরে বুধবার সকালে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। ভোরবেলায় স্থানীয় বাসিন্দাদের চোখে পড়ে একটি সন্দেহজনক বস্তা। তাতে বোমা থাকার আশঙ্কায় দ্রুত খবর দেওয়া হয় গলসি থানায়। খবর পেয়ে পুলিশ তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার স্বার্থে বস্তাটি কালো ত্রিপলে ঢেকে এলাকা ঘিরে ফেলে। পরে বোম্ব স্কোয়াডকে খবর দেওয়া হয়। দুপুরে বোম্ব স্কোয়াডের প্রতিনিধি

দল এসে বস্তা খুলে দেখে সেখানে একাধিক বোম্ব রয়েছে। সেগুলি উদ্ধার করে নিষ্ক্রিয় করা হয়। বোমা নিষ্ক্রিয়করণের সময় কোনো দুর্ঘটনা এড়াতে ঘটনাস্থলে ছিল মেডিক্যাল টিম, দমকলের একটি ইঞ্জিন এবং অগ্নিনির্বাপক কর্মীরা। তবে, কে বা কারা এই বোম্ব এখানে নিয়ে এল এবং এর পেছনে কি উদ্দেশ্য লুকিয়ে আছে, তা প্রশাসনকে খতিয়ে দেখার দাবি করে। তাদের দাবি, শিল্পা এলাকায় আগে কখনো এমন ঘটনা ঘটেনি। হঠাৎ এমন দৃশ্য দেখে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে সমগ্র এলাকায়।

১ম পাতার পর- -‘ভরসা’ কন্যাশ্রী কক্ষের উদ্বোধন

সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে বিদ্যালয়ে বিদ্যাসাগরের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ অপার্থিব ইসলাম ও জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ কর্মাধ্যক্ষ বিশ্বনাথ রায়। এরপর আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন হয় কন্যাশ্রী কক্ষের। সংগীত ও নৃত্য পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রী মধুরিমা মাঝি তাঁর প্রিয় বাস্তুবী অশ্বেষা হাজরার স্মৃতিতে নিজের কন্যাশ্রীর সম্পূর্ণ অর্থ এই কক্ষ নির্মাণে দান করেন। অশ্বেষা ছিলেন বিদ্যালয়ের দ্বাদশ শ্রেণীর মেধাবী ছাত্রী, যার গত বছর হঠাৎ মৃত্যুতে শোকাহত হয় সমগ্র স্কুল পরিবার। প্রিয় ছাত্রীকে স্মরণে রেখে এই বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়। পাশাপাশি উখরিদ গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে এক সচেতনতামূলক সভা হয়। উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অনুপ মন্ডল, জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ অপার্থিব ইসলাম, কর্মাধ্যক্ষ বিশ্বনাথ রায়, উখরিদ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অপূর্ব হাজরা, উপপ্রধান, পরিচালন কমিটির সভাপতি অমিয় সরকার ও সমাজসেবী সাইদুল হক।

বিকৃত বিনোদনের নেশায় ভুগাররা, আতঙ্কগ্রস্ত শিক্ষিত সমাজ

সেখ আজহার উদ্দিন ঃ সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে ভুগার শব্দটা নতুন কিছু নয়। আজকাল অনেকেই ইউটিউব, ফেসবুক বা ইনস্টাগ্রামে ভিডিও বানিয়ে জনপ্রিয়তা এবং অর্থ উপার্জন করছেন। কিন্তু উদ্বেগের বিষয় হলো, এই ভুগারদের একটা অংশ এখন ভিডিওর নামে অশ্লীলতা, কুরুচিপূর্ণ গালাগালি ও অপসংস্কৃতি ছড়িয়ে দিচ্ছেন। প্রতিদিন হাজার হাজার ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, কল্লিত প্রেম, অশালীন পোশাক, হাস্যকর নাটক, ব্যক্তিগত আক্রমণ, ধূমপান, মদ্যপান কিংবা রাস্তার মানুষদের সঙ্গে অশোভন আচরণ। এসবই চলছে এন্টারটেইনমেন্ট বা বিনোদনের নামে। এতে সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়ছে শিশু ও কিশোরদের উপর। অনেকেই এসব ভিডিও দেখে অনুকরণ করতে শুরু করছে, যা ভবিষ্যতের জন্য এক ভয়ানক সংকেত বলে মনে করছেন অনেকেই।

অনেক অভিভাবকই দুশ্চিন্তায় রয়েছেন। এখন মোবাইল ঘরের প্রতিটি শিশুর হাতে। পড়াশোনার চেয়ে বেশি সময় কাটে ইউটিউব, ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রামে। একজন মা বলেন, আমার ছেলেটা আগে বই পড়তো, ছবি আঁকতো এখন সারাক্ষণ ফোনে ওইসব ভিডিও দেখে। এমন সব ভাষা ব্যবহার করছে, যা আমি কখনও শুনিনি।

এক অভিভাবক সেখ নিসার ওয়াজিদ বলেন, কিছু কিছু ভুগার তো ভিডিও পাওয়ার জন্য এমন কিছু ভিডিও করছে, যা পড়ুয়াদের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। অনেক ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে অসভ্য ভাষা ব্যবহার করা হচ্ছে, ধূমপানের দৃশ্য দেখানো হচ্ছে, এমনকি বাচ্চাদের হাতেও মদের বোতল ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এটা দেখে কি নতুন প্রজন্ম সঠিক শিক্ষা পাবে? তারা তো ধীরে ধীরে গুরুজনদের সম্মান করতেও ভুলে যাচ্ছে।

মিঠাপুর শ্রীদুর্গা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ইমদাদুল হক মল্লিক বলেন, এত অল্প বয়সেই ছাত্রদের মধ্যে গালিগালাজ, অসভ্যতা ও নারীদের প্রতি অসম্মানজনক দৃষ্টিভঙ্গি দেখা যাচ্ছে। এটা অত্যন্ত চিন্তার বিষয়। আমি মনে করি, অবিলম্বে এইসব বন্ধ করা উচিত।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, অনেক ভুগার এখন ভিউ, লাইক ও ফলোয়ারের পেছনে ছুটতে গিয়ে নৈতিকতা ভুলে যাচ্ছেন। অল্প সময়ে ভাইরাল হওয়ার আশায় তাঁরা এমন কনটেন্ট বানাচ্ছেন, যা সমাজের কোনো শিক্ষণীয়

বার্তা দেয় না, বরং বিকৃতি ছড়ায়। কিছু ভিডিওতে এমন দৃশ্য দেখানো হয় যা একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের কাছেও বিবর্তকর। অথচ এসব ভিডিওতে কোনো বয়স-সীমা বা সতর্কতা থাকে না। ফলে শিশু-কিশোররা খুব সহজেই এসব দেখে ফেলছে।

সাইবার বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, শিশু-কিশোরদের মানসিক বিকাশে তারা যা নিয়মিত দেখে, তার প্রভাব অনেক গভীর। যদি অল্প বয়সেই তারা অশ্লীলতা, গালিগালাজ এবং বিকৃত রসবোধে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, তাহলে ভবিষ্যতে তাদের থেকে সুস্থ, সচেতন নাগরিক তৈরি হবে না।

এ বিষয়ে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক সেখ ফিরোজ আহমেদ বলেন, পরিবারকে প্রথমেই সচেতন হতে হবে। সন্তান কি দেখছে, তা বোঝা এবং সময়মতো বোঝানো অত্যন্ত জরুরি। তিনি আরও বলেন, স্কুল ও সমাজের পক্ষ থেকেও এবিষয়ে সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা দরকার। পাশাপাশি প্রশাসনকে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। যারা ওই ধরনের ভিডিও বানাচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। আবার যারা গঠনমূলক, শিক্ষণীয় ও ইতিবাচক ভিডিও বানাচ্ছেন, তাদের আরও বেশি করে সামনে আনা উচিত।

অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন, কোথায় যাচ্ছে আমাদের সমাজ? এই অশালীন কনটেন্টের দায়ভার কে নেবে? এভাবে চলতে থাকলে আগামী প্রজন্মের ভবিষ্যৎ কি ধ্বংস হবে না? শিড়রাই আলিজান মল্লিক হাই স্কুলের শিক্ষক সাইফুদ্দিন মল্লিক বলেন, ভুগ যেন বিনোদনের নামে বিকৃতি না ছড়ায়। আমরা চাই এমন একটি সমাজ, যেখানে ভিডিও কনটেন্ট হবে শিক্ষামূলক, সুস্থ ও মানসম্পন্ন। আমরা চাই, আগামী প্রজন্ম বড় হোক মূল্যবোধ, ভদ্রতা আর মানবিকতা নিয়ে। শুধু লাইক, শেয়ার আর ভিউয়ের নেশায় নয়। আমাদের উচিত সবাই মিলে এখনই সচেতন হওয়া। নয়তো খুব শিগগিরই আমরা এমন এক প্রজন্ম পাবো, যাদের কণ্ঠে থাকবে অশ্লীল শব্দ, চোখে থাকবে বিকৃতি, আর মন থাকবে একরাশ শূন্যতা। যদিও ইতিমধ্যেই অনেকেই প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছেন, কোর্টে মামলাও দায়ের হয়েছে। তবে ভুগারদেরও উচিত তাদের বানানো ভিডিও যেন সমাজের কোনো ক্ষতি না করে, সে বিষয়ে যথেষ্ট সচেতনতা ও দায়িত্ববোধ দেখানো।

ক্রেনের ম্যাগনেট ছিঁড়ে শ্রমিকের মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ক্রেনের ম্যাগনেট ছিঁড়ে পড়লো শ্রমিকের মাথায়। ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল মাথা। রক্তাক্ত কাঁকসার বামনাড়া শিল্প তালুকের বেসরকারি পাইপ তৈরির কারখানায়। ঘটনাস্থলে কাঁকসা থানার পুলিশ। মৃত শ্রমিকের নাম সায়েন যাদব (২৫)। দুর্গাপুরের সগড়ভাঙা এলাকার বাসিন্দা। আশঙ্কাজনক আরো দুই শ্রমিক। ক্ষতিপূরণের দাবিতে ক্ষোভে ফেটে পরল শ্রমিকরা। উত্তেজনা কারখানার গেটের। ঘটনাস্থলে কাঁকসা থানার পুলিশ এবং আইএনটিটিইউসি কোর কমিটি। শ্রমিকদের অভিযোগ, রবিবার রাতের শিফটে কাজ করছিলেন অন্যান্য শ্রমিকদের সাথে ওই তিন শ্রমিক। তখনই কারখানার ভেতর ক্রেন থেকে ম্যাগনেট পড়ে যায়। সায়েনের মাথায় ম্যাগনেট পড়ে। ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায় সায়েনের মাথা। ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় তার। আরো দুই শ্রমিক গুরুতর জখম হয়। সায়েনের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। আশঙ্কাজনক



এক শ্রমিককে বিধান নগরের একটি বেসরকারি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে এবং আরো এক শ্রমিককে শোভাপুরের মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। মোঃ ওসামা নামের এক ঠিকা শ্রমিক বলেন, “নিরাপত্তার অভাবে বারে বারে এই ঘটনা ঘটছে। আমরা চরম আতঙ্কের মধ্যে রয়েছি। নিরাপত্তার অভাবের জন্যই সায়েনকে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে হবে। আরো দুই শ্রমিকের অবস্থা সংকট জনক হলো। কারখানায় চিকিৎসক নেই কোন এম্বুলেন্স নাই। রাতে ঘটনা ঘটলেও এখনো পর্যন্ত কারখানা কর্তৃপক্ষেরও দেখা নেই। ঠিকা

শ্রমিকের পরিচয় পত্র নেই। কোন নিরাপত্তা নেই। আমরা সেই জন্যই বিক্ষোভে নেমেছি। দ্রুত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে এবং নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে। না হলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটবো।” ঘটনাস্থলে পৌঁছে তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের কোর কমিটির সদস্য রাজেশ কোণার বলেন, “খবর পেয়ে আমরা কারখানায় আসি। জানতে পেরেছি এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে আরো দুজনের অবস্থা সংকটজনক। আমরা কারখানা কর্তৃপক্ষের কাছে ক্ষতিপূরণের দাবি রেখেছি। তৃণমূল শ্রমিক সংগঠন প্রতিমুহূর্তে শ্রমিকদের স্বার্থে কাজ করছে করে যাবে।”

জেলা তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরে কবিগুরু স্মরণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

সংবাদদাতা ঃ কথায় কবিতায় গানে কবিগুরুকে স্মরণ করলেন বর্ধমানের শিল্পীরা। এদিন ২২শে শ্রাবণ বিকালে কবিগুরু স্মরণে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে পূর্ব বর্ধমান জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর। পূর্ব বর্ধমান ডিস্ট্রিক্ট মাইনোরিটি হলে অনুষ্ঠানের সূচনায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি- কৃতিতে মাল্যদান করেন বর্ধমান উন্নয়ন সংস্থার চেয়ারপার্সন উজ্জ্বল প্রামাণিক, জেলা পরিষদের মেন্টর মহঃ ইসমাইল, জামালপুরের বিধায়ক অলক কুমার মাঝি, জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক রাম শঙ্কর মণ্ডল সহ অন্যান্যরা। কবি গুরুর তিরোধান দিবসের এই অনুষ্ঠানে শহর বর্ধমানের ছোট থেকে বড় এক ঝাঁক শিল্পী উপস্থিত ছিলেন।

কন্যাশ্রী এখন বিশ্বশ্রী, রায়নার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও সচেতনতার বার্তায় দিনব্যাপী উদযাপন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ পূর্ব বর্ধমান জেলার রায়না দুই ব্লকের বড়বৈনান ইউ.এস.কে.এস শিক্ষা নিকেতনে বৃহস্পতিবার সারাদিন ধরে পালন করা হল কন্যাশ্রী দিবস। বিদ্যালয়ের পরিচালক কমিটির সভাপতি, প্রধান শিক্ষক, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও সমস্ত ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয় নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও প্রতিযোগিতা। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জানান, স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে এই উদযাপন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। শুধু সাংস্কৃতিক পর্ব নয়, এদিন বিদ্যালয়ের বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার ও সার্টিফিকেটও মঞ্চে তুলে দেওয়া হয় ছাত্রছাত্রীদের হাতে। বিশেষ আকর্ষণ ছিল কন্যাশ্রীর মেয়েদের অংশগ্রহণে বাল্যবিবাহ রোধ বিষয়ে একটি নাটক, যা উপস্থিত সকলের মধ্যে সচেতনতার বার্তা ছড়িয়ে দেয়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে শুরু হওয়া ‘কন্যাশ্রী’ প্রকল্প আজ সারা বিশ্বে স্বীকৃত, আর এই উদযাপন তারই এক উজ্জ্বল প্রতিফলন।

১ম পাতার পর- ১২টি উন্নয়নমূলক প্রকল্পের-

রয়েছে, মঞ্চ নির্মাণ, পাকা রাস্তা সংস্কার ও সম্প্রসারণ, শেড নির্মাণ, শ্মশান ঘাট উন্নয়ন, বিভিন্ন এলাকায় পট্টার নির্মাণ, যাত্রী ও পথচারীদের জন্য বিশ্রাম ভবন তৈরি এবং গ্রামীণ জনপদে হাই মাস্ট লাইট স্থাপন। এই সমস্ত প্রকল্প সম্পন্ন হলে গলসি অঞ্চলের পরিকাঠামো উন্নয়ন, জনসুবিধা বৃদ্ধি এবং স্থানীয় মানুষের দৈনন্দিন জীবনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলে আশা করছেন অনেকেই।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সাংসদ কীর্তি আজাদ বলেন, উন্নয়নই আমাদের মূল লক্ষ্য। এই প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত হলে এলাকার বহু মানুষ উপকৃত

হবেন। শুধু ঘোষণা নয়, আমরা কাজের মাধ্যমে মানুষের আস্থা অর্জন করতে চাই। পাশাপাশি, দ্রুততার সঙ্গে কাজ শেষ করতে প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলেও তিনি জানান। গলসির বিধায়ক নেপাল ঘড়ুই বলেন, এলাকার প্রতিটি মানুষের কাছে উন্নয়নের সুবিধা পৌঁছে দেওয়াই আমাদের অঙ্গীকার। এই প্রকল্পগুলির মাধ্যমে গলসি নতুন মাত্রায় পৌঁছাবে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, বহুদিন ধরে অবকাঠামোগত উন্নয়নের দাবি ছিল। এই প্রকল্পগুলি বাস্তবায়ন হলে যাতায়াত থেকে শুরু করে নিত্যদিনের বিভিন্ন কাজে সুবিধা হবে।

২য় পাতার পর- পানাগড়ে “সাঁই মিলন উৎসব”

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কর্মাধ্যক্ষ বৈশাখী ব্যানার্জী, এস.আই.এস.সি.সি ফাউন্ডেশনের কর্ণধার নীলিমা ও নীলিমা ব্যানার্জী, ফাউন্ডেশনের সদস্য প্রদ্যুৎ দাস, অমৃতা দাস, শঙ্কর সিনহা সহ এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। সাঁই বাবার বলেছিলেন “সবকা মালিক এক” সবাইকে ভালোবাসো, সবাইকে সেবা করো” এবং “কখনো আঘাত করো না, সর্বদা সাহায্য করো” এস.আই.এস.সি.সি ফাউন্ডেশন বৃহস্পতিবার বেশকিছু পিছিয়ে পড়া মহিলার হাতে সেলাই মেশিন তুলে দিলেন, পাশাপাশি এলাকার বিশিষ্ট মানুষদের সংবর্ধনা দেয় ফাউন্ডেশন। এদিন মহিলাদের হাতে সেলাই মেশিন তুলে দিলেন কাঁকসার এসিপি সুমন কুমার জয়সওয়াল। তাছাড়া এলাকা সাংবাদিকদের কেউ সংবর্ধনা জানাই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা।

- ◆ উপদেষ্টা মণ্ডলী ঃ শ্যামাপ্রসাদ চৌধুরী, সেখ সামিউল হক।
- ◆ বিশেষ সদস্য ঃ সেখ রেজাউল হক, মুন্সী সফিউর রহমান, আজিজুর রহমান (মাখন), সুদীপ্ত সামন্ত, অঞ্জন সাম, তন্ময় শীল, সেখ লিয়াকত হোসেন, ফকরুদ্দিন আলি আমেদ, সেখ আজহার উদ্দিন, অনিবার্ণ রায়, বুমা শীল, আরজু, সঞ্জয় মন্ডল, তপস কুমার গুই।
- ◆ শাখা অফিস ঃ সুরজ ইলেকট্রনিক্স, মোতি মার্কেট, গলসী বাজার, বর্ধমান, ফোন ঃ ৯৯৩২৫৯৮৭৮৬